বন্যা পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়ন : জাতিসংঘের ৫০ লাখ মার্কিন ডলার সহায়তার ঘোষনা

মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের নেতৃত্বে রাখতে হবে স্থানীয় সংগঠনগুলোকেই

আমাদের দেশে বন্যা প্রায় নিয়মিত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতি বছরই আমরা বন্যার মূখোমুখি হই। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বন্যা, বিশেষ করে হাওড় অঞ্চলে গত ১০০ বছরেও এমন বন্যা আমরা মোকাবেলা করিনি । বন্যায় বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে (সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা) ৭২ লক্ষের ও বেশী মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে,যাদের অর্ধেকরও বেশী মানুষকে মানবিক সহায়তার প্রয়োজন ।

গত ২ জুলাই ২০২২ তারিখ সুনামগঞ্জ বন্যা এলাকা পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশের আবাসিক সমন্বয়ক জিন লুইস সংবাদ সম্মেলনে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন সাপেক্ষে ৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা সংগ্রহের ঘোষনা ঘোষনা দেন ।পরবতীতে মানবিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও জরুরী ত্রাণ সমন্বয়কারী মার্টিন গ্রিফিথস ফ্লাশ ফ্লাড বরাদ্দ ৫০ লাখ মার্কিন ডলারের ঘোষনা দেন। আমরা এই ঘোষনাকে স্বাগত জানাই এবং সিলেটবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

এই বন্যায় বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা দেখছি যে, স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন এবং স্থানীয়-জাতীয় পর্যায় থেকে স্বেচ্ছাসেবী মানুষ বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ব্যাপকভাবে। এই দেশে দুর্যোগে সবসময় স্থানীয় মানুষ, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকেই আমরা সবসময় সবার আগে মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখি। কিন্তু এবারের বন্যার সময় সাধারণ অনেক মানুষ এবং অনেক প্রতিষ্ঠান যে আকারে, যেভাবে সংগঠিতভাবে ত্রাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে সেটা সত্যিই প্রশংসনীয় এবং অভূতপূর্ব তো বটেই। সংবাদপত্রের বিভিন্ন সংবাদের সূত্র অনুযায়ী এখনো সিলেট-সুনামগঞ্জে শত শত মানুষ ও সংস্থা ত্রাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মানুষ ও সংগঠনগুলোর কার্যক্রম দুর্যোগ পীড়িত মানুষের স্বস্তির কারণ হচ্ছে।

আপনারা হয়ত জানেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (ডিডিএম) ও কেয়ারের নেতুত্বে নিডস এ্যঅসেসমেন্ট করা হয়েছে এবং তার আলোকে সিলেট বিভাগের ৪টি জেলাসহ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৯ টি জেলার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন করেছেন ।

সবসময়র মতো এই বন্যায় স্থানীয় মানুষ ও স্থানীয় সংস্থাগুলোর ভূমিকায় আমরা অনুপ্রাণিত। আমরা মনে করি, তাঁদের এই ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে স্থানীয় সংস্থাগুলোর মাধ্যমেই বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নে তহবিল প্রদান করা উচিৎ। স্থানীয় সংগঠনগুলিইর নিজস্ব এলাকায় স্বল্প মেয়াদী ,মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী যে কোন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করার মত বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে । আমরা চাই :

১. স্থানীয় সুশীল সমাজ সংগঠন, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন সবচেয়ে ভাল বুঝেন, স্থানীয় মানুষের প্রতি তাদের বিশেষ জবাবদিহিতাও আছে, ফলে তাঁদেরকে কর্মসূচির বাস্তবায়নে কার্যকরভাবে সেই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হতে পারে।

২. স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে, ফলে ভবিষ্যতে যেকোনও দুর্যোগে তাদেরকে দ্রুত সময়ে কার্যকরভাবে পাওয়া যাবে।

৩. বাইরের কেউ গেলে ব্যয় বেশি হতে পারে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে পরিচালন ব্যয় তুলণামূলক কম।

তবে জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থা ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি অর্থ তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি তাঁদের মূল ভূমিকা হতে পারে কারিগরি সহযোগিতা ও মনিটরিং। মাঠ পর্যায়ের কাজের দায়িত্ব অবশ্যই স্থানীয় সংগঠনগুলোর উপর ছেড়ে দিতে হবে এবং পুরো পক্রিয়া সরকারের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে।